গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১২০ তারিখ: ১৩ বৈশাখ ১৪২৭
২৬ এপ্রিল ২০২০

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

সমূদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নাই।

আজ ২৫/০৪/২০২০ ইং তারিখ (সকাল ০৯:০০ টা থেকে) সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন আবহাওয়ার পূর্বাভাস:
রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চটধগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি অথবা বজধবৃষ্টিসহ অস্হায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্হাঃ লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্হান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্হান করছে।

পূর্বাভাসঃ খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায়; ঢাকা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও
সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্হায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া ও বিজলী চমকানো সহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজধসহ বৃষ্টি
হতে পারে। সেই সাথে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও দেশের দক্ষিণাংশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের
ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ দেশের দক্ষিণাংশের দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান হ্রাস পেতে। দেশের অন্যত্র দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩২.০	২৮.০	৩৪.০	২৬.২	৩১.২	২৯.৬	৩৩.৪	৩৩.২
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২০.০	২০.০	২০.২	২০.০	২০.৫	১৮.৭	২১.২	২০.৪

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাঙ্গামাটি ও টেকনাফে ৩৪.০^{০} এবং আজকের সর্বনিম্ন তেঁতুলিয়া ১৮.৭^{০} সেঃ।
অগ্নিকান্ডঃ এসএমএস) থেকে জানা যায়, ২৩/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ২৪/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১১ টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকাণ্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	২	১	০
২।	ময়মনসিংহ	২	১	০
৩।	বরিশাল	০	০	০

৪।	সিলেট	২	০	০
৫।	রাজশাহী	০	০	০
৬।	রংপুর	১	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	০	০	০
৮।	খুলনা	৪	০	০
	মোট	**১১**	**২**	**০**

উল্লেখযোগ্য অগ্নিকান্ড (জেলাভিত্তিক তথ্য):

১। ঢাকাঃ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার টেলিফোনে জানান যে, গত ২৪.০৪.২০২০ তারিখ রাত ০৮.১৩ মিনিটে জিরানী বাজার মন্ডল সুপরমার্কেট আশুলিয়া, সাভার এলাকায় বৈদ্যুতিক গোলযোগে আগুন লাগে। সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে রাত ০৮.৪৮ মিনিটে অগ্নি নির্বাপন করে। অগ্নিকান্ডে বিল্লাল (৩০) নামের একজন আহত হয়েছে।

২। কিশোরগঞ্জঃ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার টেলিফোনে জানান যে, গত ২৪.০৪.২০২০ তারিখ সন্ধ্যা ০৭.৫৩ মিনিটে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে একটি দোকানে বৈদ্যুতিক গোলযোগে আগুন লাগে। সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে রাত ০৯.০০ মিনিটে অগ্নি নির্বাপন করে। অগ্নিকান্ডে ফায়ারম্যান ইসমাইল (৩৫) নামের একজন আহত হয়েছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্যঃ

১। বিশ্ব পরিস্থিতিঃ

গত ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হতে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিশ্ব মহামারী ঘোষনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগটি বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহুলোক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কয়েক লক্ষ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আগামী দিনগুলোতে এর সংখ্যা আরো বাড়ার আশংকা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৪/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ এর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত Situation Report অনুযায়ী সারা বিশ্বের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিশ্ব	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
০১	মোট আক্রান্ত	২৬,২৬,৩২১	৩৮,৫৭২
০২	২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা	৮১,৫২৯	২,৫৩৩
০৩	মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	১,৮১,৯৩৮	১,৫৫৪
০৪	২৪ ঘন্টায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা	৬,২৬০	৫৬

২। বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ

স্বাস্হ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ্ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং প্রধানমন্ত্রীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও ত্রাণ তৎপরতা মনিটরিং সেল হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(ক) গত ১৬ই এপ্রিল, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬১ নং আইন) এর ১১ (১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা, সনাক্তকৃত রোগী, রিকোভারী এবং মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য (২৪/০৪/২০২০খ্রিঃ):

	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি
কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা	৩,৩৮৬	৩৯,৪৭৬
পজিটিভ রোগীর সংখ্যা	৫০৩	৪,৬৮৯
কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে রিকোভারিপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৪	১১২
কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা	৪	১৩১

(গ) বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন সংক্রান্ত তথ্য (গত ১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ থেকে ২৫/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ):

বিষয়	**সংখ্যা (জন)**
হাসপাতালে আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন মোট ব্যক্তির সংখ্যা	১৪২৪

হাসপাতালে আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	৪৪০
বর্তমানে হাসপাতালে আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৯৮৪
মোট কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	১,৭৪,১৪০
কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	৯৩১৬৯
বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৮০৯৭১
মোট হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	১৬৫৭৪৫
হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	৯১২৫৪
বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টাইনরত ব্যক্তির সংখ্যা	৭৪৪৯১
হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৮৩৯৫
হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	১৯১৫
বর্তমানে হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৬৪৮০

(ঘ) বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) রোগে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলোশনের প্রতিবেদন (বিভাগওয়ারী তথ্য ২৫/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৮ টার পূর্বের ২৪ ঘন্টার তথ্য):

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	২৪ ঘন্টায় (পূর্বের দিন সকাল ০৮ ঘটিকা থেকে অদ্য সকাল ০৮ ঘটিকা পর্যন্ত)									
		কোয়ারেন্টাইন						হাসপাতালে আইসোলেশান		রোগীর তথ্য	
		হোম কোয়ারেন্টাইন		হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান		মোট					
		হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	মোট কোয়ারেন্টাইনরত রোগীর সংখ্যা	মোট কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্য	আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	কোভিড-১৯ প্রমানিত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
০১	ঢাকা	১৬১	৫০৬	৪১	-	২০২	৫০৬	১০	১১	-	-
০২	ময়মনসিংহ	১০	৬৬	-	-	১০	৬৬	৩	-	-	-
০৩	চট্টগ্রাম	৫৭৯	৮৫২	৩৬	৩২	৬১৫	৮৮৪	১৪	৭	-	-
০৪	রাজশাহী	৫৪১	৬৩০	৮	-	৫৪৯	৬৩০	৬	৪	-	-
০৫	রংপুর	১৬৩	৫৮৩	৬	১৫	১৬৯	৫৯৮	৬	-	-	-
০৬	খুলনা	২৩১	৬৭৬	৪৩	৯৫	২৭৪	৭৭১	১৩	২	-	-
০৭	বরিশাল	২২৭	৩৪০	৪	৩১	২৩১	৩৭১	৯	-	-	-
০৮	সিলেট	২৪২	২৩১	২	-	২৪৪	২৩১	৪	৪	-	-
	সর্বমোট	২১৫৪	৩৮৮৪	১৪০	১৭৩	২২৯৪	৪০৫৭	৬৫	২৮	-	-

(ঙ) বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) রোগে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলোশনের প্রতিবেদন (বিভাগওয়ারী তথ্য, ১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে ২৫/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ৮ টা পর্যন্ত):

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে সর্বমোট/অদ্যাবধি									
		কোয়ারেন্টাইন						হাসপাতালে আইসোলেশান		রোগীর তথ্য	
		হোম কোয়ারেন্টাইন		হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান		সর্বমোট					
		হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা	কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	সর্বমোট কোয়ারেন্টাইনরত রোগীর সংখ্যা	সর্বমোট কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্য	আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	কোভিড-১৯ প্রমানিত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
০১	ঢাকা	২৫৯৬৬	১৮৪৩৭	১১৫২	১৮১	২৭১১৮	১৮৬১৮	৫১৪	৯৭	১৪৪২	-
০২	ময়মনসিংহ	৪১৮৮	৩৪০৫	১০৯	১০৭	৪,২৯৭	৩৫১২	৮১	৯	১৩৯	-
০৩	চট্টগ্রাম	৫৩৪৯১	১৯৫৫০	২৯৮৫	১৯৪	৫৬৪৭৬	১৯৭৪৪	২২৬	৭৯	১৫৬	-
০৪	রাজশাহী	১৯৫৩১	১০৬২৬	১৬৯	১০৪	১৯,৭০০	১০,৭৩০	১১৯	৭৭	৩২	-
০৫	রংপুর	২১,৯২৩	১০০৮২	৫২১	৩০৪	২২,৪৪৪	১০৩৮৬	৮০	১৫	৭০	-
০৬	খুলনা	২৪৩৬২	১৯৩২১	২৭৩৩	৮০২	২৭০৯৫	২০১২৩	১৬০	১২৮	৩৮	-
০৭	বরিশাল	৭৯৪৭	৪৬৩৯	৫৩০	৮৬	৮৪৭৭	৪৭২৫	১৮৩	১৪	৮৬	-
০৮	সিলেট	৮৩৩৭	৫১৯৪	১৯৬	১৩৭	৮,৫৩৩	৫,৩৩১	৬১	২১	৪৯	-
	সর্বমোট	১৬৫৭৪৫	৯১২৫৪	৮৩৯৫	১৯১৫	১৭৪১৪০	৯৩১৬৯	১৪২৪	৪৪০	২০১২	

(চ) দেশে যে সকল প্রতিষ্ঠানে নমুনা সংগ্রহ ও সম্পাদিত পরীক্ষা করা হয় (২৪/০৪/২০২০ খ্রি: পর্যন্ত)

প্রতিষ্ঠানের নাম (ঢাকার মধ্যে)	**প্রতিষ্ঠানের নাম (ঢাকার বাইরে)**
১) আর্মড ফোর্সেস ইন্সটিটিউট অব প্যাথলজি	১) বিআইটিআইডি
২) বিএসএমএমইউ	২) কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ
৩) চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন ও ঢাকা শিশু হাসপাতাল	৩) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ
৪) ঢাকা মেডিকেল কলেজ	৪) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ
৫) আইসিডিডিআরবি	৫) রংপুর মেডিকেল কলেজ
৬) আইদেশী	৬)সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ
৭) এনপিএমএল – আইপিএইচ	৭) খুলনা মেডিকেল কলেজ
৮) আইইডিসিআর	৮)শের-এ-বাংলা মেডিকেল কলেজ
৯) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার	৯) যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
১০) মুগদা মেডিকেল কলেজ	১০) ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ
	১১) শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ,বগুড়া

(ছ) কোভিড-১৯ সংক্রান্ত লজিষ্টিক মজুদ ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য (২৪/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ সকাল ৮ টা পর্যন্ত):

সরঞ্জামের নাম	মোট সংগ্রহ	মোট বিতরণ	বর্তমান মজুদ
পিপিই (PPE)	১৫,১৬,১৯০	১২,৪২,০০৮	২,৭৪,১০২

(জ) আশকোনা হজ্ব ক্যাম্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ৪০০ জন এবং BRAC Learning Center এ ৬০০ জন কে কোয়ারেন্টাইন এ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আশকোনা হজ্ব ক্যাম্পে মোট ৩১৯ জন এবং BRAC Learning Center এ ১৪৭ জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে ।

(ঝ) **সারাদেশে ৬৪ জেলার সকল উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে- ৬০১ টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষনিকভাবে** প্রাতিষ্ঠানিক **কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে-৩০,৬৩৫ জনকে।**

(ঞ) করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় লকডাউনকৃত বিভাগ/জেলা/এলাকার বিবরণ (২৪/০৪/২০২০ খ্রিঃ সকাল ০৮.০০ টা পর্যন্ত):

ক্রঃ	**বিভাগের নাম**	**পূর্ণাঙ্গভাবে লকডাউনকৃত জেলা**	সংখ্যা	**যে সকল জেলার কিছু কিছু এলাকা লকডাউন করা হয়েছে**	সংখ্যা
১।	ঢাকা	গাজীপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, রাজবাড়ী, শরিয়তপুর, টাঙ্গাইল ও মুন্সিগঞ্জ	১০	ঢাকা, ফরিদপুর ও মানিকগঞ্জ	০৩
২।	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর	০৪	-	-
৩।	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০৬	চট্টগ্রাম, বান্দরবান, ফেনী	০৩
৪।	রাজশাহী	রাজশাহী, নওগাঁ, জয়পুরহাট ও বগুড়া	০৪	পাবনা ও সিরাজগঞ্জ	০২
৫।	রংপুর	রংপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়	০৭	কুঁড়িগ্রাম	০১
৬।	খুলনা	চুয়াডাঙ্গা	০১	খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, নড়াইল, মাগুড়া, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া	০৭
৭।	বরিশাল	বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা ও পিরোজপুর	০৪	ভোলা ও ঝালকাঠি	০২
৮।	সিলেট	সিলেট, হবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার	০৪	-	-

(ট) বাংলাদেশে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (২৫/০৪/২০২০খ্রিঃ):

বিষয়	**২৪ ঘন্টায় সর্বশেষ পরিস্থিতি**	**গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যবধি**
মোট স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	৮৫৯	৬,৭৪,৫২৬
এ পর্যন্ত দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিদেশ থেকে আগত স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	৬১৯	৩,২৩,৭৮৫
দু'টি সমুদ্র বন্দরে (চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও মংলা সমুদ্র বন্দর) স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	১৪৫	১৪,৯৩৪
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	০	৭,০২৯
অন্যান্য চালু স্থলবন্দরগুলোতে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	৯৫	৩,২৮,১৫৯

৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ

(ক) করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪টি জেলায় ২৩/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত শিশু খাদ্যসহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৫৩ কোটি ৬৫ লক্ষ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা জিআর (ক্যাশ) নগদ এবং ১ লক্ষ ৪ হাজার ২ শত ৬৭ মেঃ টন জিআর চাল জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দের বিস্তারিত ৩ (ঞ) তে প্রদান করা হয়েছে।
(খ) এ মন্ত্রণালয় করোনা ভাইরাস পরিস্হিতিতে সৃষ্ট দুর্যোগে বিশেষ মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২০ প্রণয়ন করেছে। নির্দেশিকাটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সকলের অবগতির জন্য দেওয়া আছে।

(গ) করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট দুর্যোগে এপ্রিল ২০২০ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত সারাদেশে ত্রাণ গ্রহণকারী উপকারভোগীর সংখ্যা এবং প্রয়োজনীয় ত্রাণের পরিমাণ নির্ধাণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে ২০/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখে একটি কমিটি গঠনপূর্বক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছেঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থা	
০১	জনাব মোঃ আকরাম হোসেন, অতিরিক্ত সচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
০২	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, অতিরিক্ত সচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩	জনাব রওশন আরা বেগম, অতিরিক্ত সচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪	জনাব এ. কে. এম মারুফ হাসান, উপসচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫	জনাব মোঃ ইফতশখারুল ইসলাম, পরিচালক	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
০৬	ড. হাবিবুল্লাহ বাহার, উপ-পরিচালক	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
০৭	জনাব শাব্বির আহমেদ, সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৮	জনাব মোঃ শাহজাহান, সিনিয়র সহকারী সচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৯	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, প্রোগ্রামার	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	জনাব কামাল হোসেন, ম্যানেজার	এনআরপি প্রকল্প, ডিডিএম পার্টা	সদস্য
১১	জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, উপসচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং জনাব এস, এম, হুমায়ূন রশিদ তরুণ, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।			

<u>এ কমিটির কর্মপরিধি নিম্নরূপঃ</u>

ক. সকল বিভাগ হতে প্রাপ্ত সারা দেশের উপকারভোগীর তালিকা এবং এপ্রিল হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ত্রাণের (চাল) পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

খ. আগামী ২১/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা।

(ঘ) নোভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ৫৫ জন কর্মকর্তাকে বিভাগ/জেলাওয়ারী ত্রাণ কার্যক্রম মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মোড়ক/প্যাকেট/বস্তায় ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য বিতরণ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী সকল জেলা প্রশাসককে প্রদান করা হয়েছেঃ

করেনা ভাইরাস মোকাবিলায় মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য প্রয়োজন অনুযায়ী জেলা প্রশাসনগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সকল)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) এর নিকট উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর/ইউপি চেয়ারম্যানের অ্কূলে সরকারী আদেশ জারি করা হয়। উক্ত ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য বিতরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ইতোপূর্বে অত্র মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত সকল বিধি-বিধানের সাথে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিপালন করতে হবেঃ

১. ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য মোড়ক/প্যাকেট/বস্তায় বিতরণ করতে হবে;
২. মোড়ক/ প্যাকেটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি ছবিসহ “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার” এবং বস্তায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি ব্যতীত শুধুমাত্র “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার” লিখতে হবে;
৩. মোড়ক/প্যাকেট/বস্তার গায়ে “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার” সম্বলিত গোল সীল ব্যবহার করতে হবে;
৪. ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য উত্তোলন এবং বিতরণে সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসারগণ সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত থাকবেন। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যতয় ঘটানো যাবে না।

(চ) সারাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে যে সকল কর্মজীবি মানুষ কর্মহীন হয়ে খাদ্য সমস্যায় আছে তাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে করনীয় বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এ মন্ত্রণালয় হতে পত্রের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে সকল নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে তা নিম্নরুপঃ

- সারাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে যে সকল কর্মজীবি মানুষ কর্মহীন হয়ে খাদ্য সমস্যায় আছে সে সকল কর্মহীন লোক (যেমন- রাস্তায় ভাসমান মানুষ, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ব্যক্তি, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, দিন মজুর, রিক্সা চালক, ভ্যান গাড়ী চালক, পরিবহণ শ্রমিক, রেষ্টুরেন্স শ্রমিক, ফেরীওয়ালা, চা শ্রমিক, চায়ের দোকানদার) যারা দৈনিক আয়ের ভিত্তিতে সংসার চালায় তাদের তালিকা প্রস্তুত করে ত্রান বিতরণ করতে হবে।
- যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ত্রাণ নিতে সংকোচ বোধ করেন তাদের আলাদা তালিকা প্রস্তুত করে বাসা/ বাড়ীতে খাদ্য সহায়তা পৌছেঁ দিতে হবে।
- সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক নির্মাণ ও কৃষি শ্রমিকসহ উপরে উল্লিখিত উপকারভোগীদের তালিকা প্রস্তুত করে খাদ্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে বিত্তশালী ব্যক্তি/ সংগঠন/এনজিও কোন খাদ্য সহায়তা প্রদান করলে জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকার সাথে সমন্বয় করবেন যাতে দ্বৈততা পরিহার করা যায় এবং কোন উপকারভোগী যেন বাদ না পড়ে।
- ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ত্রাণ বিতরণের সময় সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য বিধি অবশ্যই মানতে হবে।

(ছ) দেশের করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে চিকিৎসা, কোয়ারেন্টাইন, আইনশৃঙ্খলা, ত্রাণ বিতরণ ও দূর্নীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.৭৬ এর মাধ্যমে জারীকৃত এসব নির্দেশনাসমূহের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ০৭ (সাত) টি নির্দেশনা রয়েছে। এ সকল নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আলোচ্য ০৭ (সাত) টি নির্দেশনা নিম্নরূপঃ

১. ত্রাণ কাজে কোন ধরণের দুনীতি সহ্য করা হবে না;

২. দিনমজুর, শ্রমিক, কৃষক যেন অভুক্ত না থাকে। তাদের সাহায্য করতে হবে। খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত তালিকা তৈরি করতে হবে;

৩. সোস্যাল সেফটি-নেট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে;

৪. সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সংগে সমন্বয় করে ত্রাণ ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবে;

৫. জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা প্রশাসন ওয়ার্ডভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে দুঃস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করবে;

৬. সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন- কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, রিক্সা/ভ্যান চালক, পরিবহণ শ্রমিক, ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী, পথশিশু, স্বামী পরিত্যাক্তা/বিধবা নারী এবং হিজরা সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখাসহ ত্রাণ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;

৭. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (এসওডি) যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সব সরকারী কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

(জ) নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত ছুটি কালীন সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরী দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য এবং এনডিআরসিসি'র কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য প্রতিদিন মন্ত্রণালয়ের ১০ জন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে নির্ধারিত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন করছেন। এনডিআরসিসি'র কার্যক্রম যথারিতি অব্যাহত রয়েছে। এনডিআরসিসি থেকে দিনে ৩ ঘন্টা পর পর করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করাসহ সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হচ্ছে।

(ঝ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের করোনা ভাইরাস বিস্তার প্রতিরোধে গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রমঃ

১। চীন হতে প্রত্যাগত ০১/০২/২০২০ হতে ১৬/০২/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে রাখা ৩১২ জনের মধ্যে খাবার, বিছানাপত্রসহ প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। একই পদ্ধতিতে ১৪/০৩/২০২০ ও ১৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ইতালি থেকে প্রত্যাগত প্রবাসী নাগরিকদের যথাক্রমে ১৫০, ১৭০ ও ২৪৮ জনের মধ্যে খাবার সরবরাহসহ অন্যান্য ব্যবহার্য লজিস্টিক সার্পোট প্রদান করা হয়েছে।

২। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত জাতীয় কমিটিতে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩। রোহিঙ্গা ও জেনেভো ক্যাম্প এবং বস্তিসমূহে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণসহ করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।

৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সিপিপি, আরবান ভলান্টিয়ার, বাংলাদেশ স্কাউটসহ অন্যান্য ভলান্টিয়ারদেরকে সচেতনমূলক কাজে নিজস্ব স্বাস্থ্যবিধি মেনে সতর্কতার সাথে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৫। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।

৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুতে সহায়তা করা হচ্ছে।

৭। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি গঠন ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৮। চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি রয়েছে।

৯। দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত সচেতনা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অনুরোধ করা হয়েছে।

১০। স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পিপিই (personal protection equipment) সংগ্রহ করা হচ্ছে।

১১। গত ২৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৪.০ টায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি'র সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের একটি সভা এ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) এর ৩য় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৩.১.৭-এ বর্ণিত ১৭ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর ১৮ নম্বর ক্রমিকের নির্দেশনার আলোকে বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ বিস্তার লাভ করায় এবং একে বিশ্ব মহামারী ঘোষণা করায় এ সভা আহ্বান করা হয়। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব, আইএমইডি'র সচিবসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) প্রতিটি জেলায় ডেডিকেটেড হসপিটালসহ প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার, নার্স, ড্রাইভার, এ্যম্বুলেন্স, ব্যক্তিগত

নিরাপত্তা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(২) মানবিক সহয়তা বিতরণের ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষার্থে পূর্বহ্নে পুলিশ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

(৩) করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সম্পদ, সেবা জরুরী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত ভবন, যানবহন বা অন্যান্য সুবিধা হুকুম দখল
বা রিকুজিশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাখতে হবে।

(৪) করোনা ভাইরাস যেহেতু সংক্রামক ব্যধি সেহেতু ধ্বংসাবশেষ, বর্জ্য অপসারণ, মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা, মানবিক সহায়তা
ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য এবং আশ্রয়কেন্দ্র প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৫) জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সংবাদটি ব্যপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ব্রেকিং নিউজ
ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসন আপনার পাশে আছেন, প্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন। খ) সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। গ) অতি প্রয়োজন ব্যতিত ঘরের বাহিরে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। ঘ) স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলুন। প্রচারেঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

(ঞ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায় কর্তৃক গৃহীত মানবিক সহায়তা কার্যক্রমঃ

(১) করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বরাদ্দকৃত মানবিক সহায়তার বিবরণ (২৩/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ):

ক্রঃনং	জেলার নাম	ক্যাটাগরি	২০-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্তত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দ (মেঃটন)	২৩-০৪-২০২০ তারিখে ত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দের প্রস্তাব (মেঃটন)		২০-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দ (টাকা)	২৩-০৪-২০২০ তারিখে ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দের প্রস্তাব (টাকা)		২০-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্ত শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	২৩-০৪-২০২০ তারিখে করোনা ভাইরাসে বিশেষ বরাদ্দ শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব (টাকা))
১	ঢাকা (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	৩১০৩	উত্তরঃ ২০০ দক্ষিণঃ ২০০ জেলাঃ ১০০	৫০০	১৫৫৯৯৫০০	ঢাকা উত্তরঃ ৮০০০০০ ঢাকা দক্ষিণঃ ৮০০০০০ জেলার জন্যঃ ৪০০০০০	২০০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
২	গাজীপুর (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৯১৪	সিটিঃ ১৫০ জেলাঃ ১০০	২৫০	৮২৬২০০০	গাজীপুর সিটিঃ ৬০০০০০ জেলার জন্যঃ ৪০০০০০	১০০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৩	ময়মনসিংহ (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	২০৫৬	সিটিঃ ৮০ জেলাঃ ১৭০	২৫০	৭৮৯২৫০০	সিটি কর্পোঃ ৩২০০০০ জেলার জন্যঃ ৬৮০০০০	১০০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৪	ফরিদপুর	A শ্রেণী	১৪৫৭		১৫০	৬৬৫৪০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৫	কিশোরগঞ্জ	A শ্রেণী	১৬৯৪		১৫০	৬৯০০০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৬	নেত্রকোনা	A শ্রেণী	১৮৩৫		১৫০	৬৭০১০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০

৭	টাংগাইল	A শ্রেণী	১৪৯৪		১৫০	৬৬৫০০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৮	নরসিংদী	B শ্রেণী	১০২০		১০০	৫০০৫০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
৯	মানিকগঞ্জ	B শ্রেণী	১১৪৭		১০০	৪৯৭৭০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
১০	মুন্সিগঞ্জ	B শ্রেণী	১১৩৫		১০০	৫০৫৫০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
১১	নারায়নগঞ্জ (মহানগরীসহ)	B শ্রেণী	২০৩৫	সিটিঃ ৮০ জেলাঃ ১৭০	২৫০	৭৯৫৫০০০	সিটি কর্পোঃ ৩২০০০০ জেলার জন্যঃ ৬৮০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
১২	গোপালগঞ্জ	B শ্রেণী	১২১২		১০০	৫৫৭৪০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
১৩	জামালপুর	B শ্রেণী	১৪৪৪		২০০	৫১৬০০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
১৪	শরীয়তপুর	B শ্রেণী	১০৯৮		১০০	৫০৮৫০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
১৫	রাজবাড়ী	B শ্রেণী	১১০৭		১০০	৫১৪৫০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
১৬	শেরপুর	B শ্রেণী	১১২৪		১০০	৫২৩০০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
১৭	মাদারীপুর	C শ্রেণী	১০৬৫		১০০	৩৬০০০০০		৪০০০০০	৯০০০০০	২০০০০০
১৮	চট্রগ্রাম (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	২৫৩২	সিটিঃ ১০০ জেলাঃ ২০০	৩০০	৮৮৫০০০০	সিটি কর্পোঃ ৩৩০০০০ জেলার জন্যঃ ৬৭০০০০	১০০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
১৯	কক্সবাজার	A শ্রেণী	১৪৪৫		১৫০	৬৫৫২৫০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
২০	রাংগামাটি	A শ্রেণী	১৭৬৩		১৫০	৬৬৭০০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
২১	খাগড়াছড়ি	A শ্রেণী	১৪৬৫		১৫০	৬৭০৫০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
২২	কুমিল্লা (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	২২১৩	সিটিঃ ১০০ জেলাঃ ২০০	৩০০	৮১৫৫০০০	সিটি কর্পোঃ ৩৩০০০০ জেলার জন্যঃ ৬৭০০০০	১০০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
২৩	ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া	A শ্রেণী	১৫৫০		১৫০	৬৭০০০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
২৪	চাঁদপুর	A শ্রেণী	১৪৮৪		১৫০	৬৬১০০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
২৫	নোয়াখালী	A শ্রেণী	১৪৭৬		১৫০	৬৭০০০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
২৬	ফেনী	B শ্রেণী	১৫৪৮		১০০	৬১৯৮২৬৪		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
২৭	লক্ষ্মীপুর	B শ্রেণী	১৪০০		১০০	৫৫১৫০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
২৮	বান্দরবান	B শ্রেণী	১১৫২		১০০	৫২৪০০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
২৯	রাজশাহী (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	২১৯৮	সিটিঃ ৯০ জেলাঃ ১৬০	২৫০	৮০৩৭৫০০	সিটি কর্পোঃ ৩৬০০০০ জেলার জন্যঃ ৬৪০০০০	১০০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৩০	নওগাঁ	A শ্রেণী	১৪৪২		১৫০	৬৬৫৫০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৩১	পাবনা	A শ্রেণী	১৪৩০		১৫০	৬৭১০০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৩২	সিরাজগঞ্জ	A শ্রেণী	১৬০৩		১৫০	৬৪১০০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৩৩	বগুড়া	A শ্রেণী	১৫৬৮		১৫০	৭২৩০০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৩৪	নাটোর	B শ্রেণী	১০৫৫		১০০	৫০১৫০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
৩৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	B শ্রেণী	১০৪৮		১০০	৫৩০৫০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
৩৬	জয়পুরহাট	B শ্রেণী	১০৯৬		১০০	৫০০০০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
৩৭	রংপুর (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	২২৮৫	সিটিঃ ১০০ জেলাঃ ১৫০	২৫০	৭৮৯৬৫০০	সিটি কর্পোঃ ৪০০০০০ জেলার জন্যঃ ৬০০০০০	১০০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৩৮	দিনাজপুর	A শ্রেণী	১৪৭৬		১৫০	৬৭৯৪০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৩৯	কুড়িগ্রাম	A শ্রেণী	১৫০৮		১৫০	৬৬৪০০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৪০	ঠাকুরগাঁও	B শ্রেণী	১১৪৮		১০০	৫০৮৯০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
৪১	পঞ্চগড়	B শ্রেণী	১২৭১		১০০	৫০৪৫০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
৪২	নীলফামারী	B শ্রেণী	১১৮১		১০০	৫০০৬০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
৪৩	গাইবান্ধা	B শ্রেণী	১১০৯		১০০	৫১৩৫০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
৪৪	লালমনিরহাট	B শ্রেণী	১১১২		১০০	৫০১২৫০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০

৪৫	খুলনা (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	২২৪০	সিটিঃ ১০০ জেলাঃ ১৫০	২৫০	৭৮৫৭০০০	সিটি কর্পোঃ ৪০০০০০ জেলার জন্যঃ ৬০০০০০	১০০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৪৬	বাগেরহাট	A শ্রেণী	১৮৪৩		১৫০	৬৭৫০০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৪৭	যশোর	A শ্রেণী	১৪৯৪		১৫০	৬৬২৭০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৪৮	কুষ্টিয়া	A শ্রেণী	১৩৭০		১৫০	৬৬০০০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৪৯	সাতক্ষীরা	B শ্রেণী	১১০০		১০০	৫০৫০০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
৫০	ঝিনাইদহ	B শ্রেণী	১১২৮		১০০	৫০১৬০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
৫১	মাগুরা	C শ্রেণী	৯৩৫		১০০	৩৬৫৪৫০০		৪০০০০০	৯০০০০০	২০০০০০
৫২	নড়াইল	C শ্রেণী	১০১১		১০০	৩৬৪৬৫০০		৪০০০০০	৯০০০০০	২০০০০০
৫৩	মেহেরপুর	C শ্রেণী	১১৪১		১০০	৩৫৭৫০০০		৪০০০০০	৯০০০০০	২০০০০০
৫৪	চুয়াডাংগা	C শ্রেণী	১০৮৩		১০০	৩৫৪৯৫০০		৪০০০০০	৯০০০০০	২০০০০০
৫৫	বরিশাল (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	১৯৯৫	সিটিঃ ৬০ জেলাঃ ১৯০	২৫০	৭৮৫৬০০০	সিটি কর্পোঃ ২৪০০০০ জেলার জন্যঃ ৭৬০০০০	১০০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৫৬	পটুয়াখালী	A শ্রেণী	১৪৫৬		১৫০	৬৭০০০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৫৭	পিরোজপুর	B শ্রেণী	১১৮৯		১০০	৫৪৭৪০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
৫৮	ভোলা	B শ্রেণী	১১৭৭		১০০	৪৮২৫০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
৫৯	বরগুনা	B শ্রেণী	১১০৮		১০০	৪৮৫০০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
৬০	ঝালকাঠি	C শ্রেণী	১০৩৩		১০০	৩৪৯১৫০০		৪০০০০০	৯০০০০০	২০০০০০
৬১	সিলেট (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	২১২১	সিটিঃ ৭০ জেলাঃ ১৮০	২৫০	৭৯৬০০০০	সিটি কর্পোঃ ২৮০০০০ জেলার জন্যঃ ৭২০০০০	১০০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৬২	হবিগঞ্জ	A শ্রেণী	১৭২৫		১৫০	৬৬২৪০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৬৩	সুনামগঞ্জ	A শ্রেণী	১৫৪৫		১৫০	৬৬১০০০০		৮০০০০০	১৫০০০০০	৩০০০০০
৬৪	মৌলভীবাজার	B শ্রেণী	১৪৭৫		১০০	৫১৩৫০০০		৬০০০০০	১০০০০০০	২০০০০০
		মোট=	৯৪৬৬৭		৯৬০০ (নয় হাজার ছয়শত মেঃ টন)	৩৯৪১৭২২৬৪		৪৭০০০০০০ (চার কোটি সত্তর লক্ষ)টাকা	৭৯৪০০০০০	১৬০০০০০০ (এক কোটি ষাট লক্ষ)

(সূত্র: ত্রাণ কর্মসূচী-১ শাখার ২৩/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৭৮)

২৬-৪-২০২০
মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল: controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১২০/১(১৬৬)

তারিখ: ১৩ বৈশাখ ১৪২৭
২৬ এপ্রিল ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩) সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬) মহাপরিচালক , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৮) পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১০) জেলা প্রশাসক (সকল)
১১) উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১২) জেলা ত্রাণ ও পুর্ণবাসন কর্মকর্তা (সকল)

২৬-৪-২০২০
মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)